দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম

সান্দেশ

ডিভিসি-র জল ছাড়া নিয়ে...

সম্প্রতি জলাধারের জল ছাড়া নিয়ে আবারও ডিভিসিকে সামনে রেখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পতিতালয়ের শিশু-কন্যা জ্যান্ত উমা রূপে পূজিত হল দুর্গা অষ্টমীতে

Monthly Newspaper: Vol-2 ● Issue - 10 ● October 2025 ● Tittle code: WBBEN16094 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

স্টেশন চত্বর, রাস্তাঘাটসহ শহরের অনাচ কানাচ রঙিন থুতুর দাগ, পরিষ্কারের খরচ কোটি টাকা

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় "স্বচ্ছ ভারত অভিযান" চালু করেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ার জন্য গান্ধী জয়ন্তীর ১৫০ বছর উদযাপন এর লক্ষ্যে এই প্রকল্প শুরু করেন।

কিন্তু আপনি ভারতবর্ষের যেকোনো স্টেশন এ যদি যান দেখবেন প্লাটফর্ম, টিকিট কাউন্টার, ট্রেনের দেওয়াল সর্বত্র গুটখা ও ওই জাতীয় দ্রব্যের লাল বা মেরুন থুতু। গা ঘিন ঘিন করছে তো? হ্যাঁ। আমরা আকৃতিতে মানুষ যারা তারাই এ কাজ করি। গরু ছাগল করেনা। ভারতীয় রেলের মাধ্যমে রাফলি জানা গেছে দৈনিক ট্রেনের কামরা থেকে শুরু করে স্টেশন, এই রঙিন থুতু পরিষ্কারের খরচ ১২০০০ কোটি টাকা। না। কোনো নেতা মন্ত্রীর বেতনের টাকা থেকে তাঁরা " স্বচ্ছ ভারত " এর প্রকল্প করছেন না। টাকা খরচ হচ্ছে জনগণের টাকায়। তাইজন্য ২০১৪ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পের কঙ্কালসার চেহারা ২০২৫ এ একই।

গুটখা জাতীয় পান মশলার বিপনন বন্ধ করলে সমস্যা সবটা না হলেও

সৌজন্যে : সোশ্যাল মিডিয়া

খানিক মিটবে। রাস্তায় বেরিয়ে অনেক সময় দেখা যায় গাল ভর্তি থুতু পথচারী কোনো মহিলার শারীর আঁচলে অথবা শিশুর গায়ে থু করে ফেলে 'সরি' বলছে। ব্যাস। সব মুকুব। কারণ ওই ইংরিজি শব্দ সরি।

উত্তরখণ্ডের ঋষিকেষে রাম ও লক্ষণ নামক দুই সেতুর আগা - মাথা গুটখার থুতুতে রঙিন। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রোয়াগ, ধারী দেবীর মন্দির যাওয়ার মুখের রাস্তা থুতুতে রঙিন।

কেন? আমরা যারা ট্যাক্স দিয়ে জর্জরিত তারা পবিত্র স্থানে ঈশ্বরের চরণে প্রণতি জানাতে যাওয়ার পথে নোংরা রাস্তায় কেন হাটবো? ট্রেনের ট্যাক্স, ফ্লাইটের ট্যাক্স, হোটেলে থাকার ট্যাক্স , খাবারের ট্যাক্স ইত্যাদি বহন করেও 'দেবভুমি' থুতু মারিয়ে ভ্রমণ করবো?

সরকার যে টাকা খরচ এর বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যদি তা সত্যি হয় তাহলে কেন এতো অপরিষ্কার। শোনা যায় যাঁরা কৈলাস যাত্রা করে ফেরেন তাঁড়াও সেখানকার রাস্তায় প্লাস্টিক প্যাকেট ও গুটখার থুতু দেখতে পান।

এলাহাবাদ, বারানসী এতো না বলা ভালো। এতো অপরিষ্কার যে স্টেশনে এক গ্লাস জল খেতে ঘৃণা হয়।

অথচ সরকার পক্ষ রঙিন চশমা পড়িয়ে বিখ্যাত মুম্বাই অভিনেতাকে দিয়ে জনগণের কোটি কোটি টাকা নষ্ট করে "দরজা বন্ধ" অর্থাৎ ক্লিন ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপন এ ছয়লাপ দেশ। মাননীয় "গুটখা মন্ত্রী" মহাদয়ের কাছে করজোরে অনুরোধ যদি সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন ভালো হয়। আমাদের থেকে ঘাড় ধরে ট্যাক্স আদায় করছেন। করুন। বছরে জনগণের টাকায় যত খুশি বিদেশ ভ্রমণ করুন কারণ লজ্জা নামক জামা আপনারা পুড়িয়ে পোড়া মুখ নিয়েই মন্ত্রী হন। কাজেই সেই নিয়ে প্রতিবাদ করে ফল হবেনা।

দেশ টা অসম্ভব সুন্দর। দেশ রক্ষা করার দায়িত্ব যদি নেন কিছুটা পাপের বোঝা কমলেও কমতে পারে, এই আর কি!

প্রাকৃতিক দুর্যোগ?নাকি প্রকৃতির প্রতিশোধ? পাহাড়ের এই চেহারার কারণ কি?

স্টাফ রিপোর্টার, উত্তরবঙ্গ: একটা সময় পাহাড়ের বনভূমি, নদী নিজেদের নিয়মে, নিজেদের ছন্দে চলত। কিন্তু মানুষের উন্নয়নের চাপে এই ছন্দ পতন ঘটেছে। গাছ কাটা হয়েছে নির্বিচারে। পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে রাস্তা। নদীর প্রবাহে বানানো হয়েছে বাঁধ। জলাশয় ভরাট করে গড়ে উঠেছে রিসোর্ট আর বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল। প্রকৃতির শরীরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে উন্নয়নের নামে। এখন ক্ষত থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। শতাব্দী প্রাচীন পূর্ণ গাছ কেটে দিলে মাটি আলগা হয়ে যায়। সেটাই ক্ষতির কারণ।

পরিবেশবিদের মতে, তাঁদের সতর্ক বার্তায় কান দেয়নি প্রশাসন। হোটেল তৈরির কাজ করার জন্য গাছ কেটে ধ্বংস করেছে পরিবেশের ভারসাম্য। কোনো ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ছাড়াই পাহাড়ের ধারে বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে গড়ে

উঠেছে নির্মাণ। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার ফলে অর্থ আসে, ভোট আসে, প্রভাশালীর জয় হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ? প্রতি বছর এই দুর্দশার সম্মুখীন হন।

জলবায়ু পরিবর্তন অপর কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে প্রশাসনিক আশীর্বাদ। মূর্তি নদীর চড়ে গড়ে উঠেছে রিসোর্ট। এভাবেই নদীর এলাকা দখল করে টাকার লোভে অবৈধ নির্মাণ। নদী থেকে বালি তুলে অবাধে চলছে বালি পাচার।

পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হচ্ছে। তার ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য হারাচ্ছে। প্রকৃতি এতো পদাঘাত সহ্য করতে পারছে না। বন্যা, ভূমিধস্, সেতু ভাঙন এসব তো ম্যান মেড।

অথচ হেবিওয়েট নেতা-নেত্রী দুর্যোগপূর্ণ ঘটনাস্থলে যেই পৌঁছে যাচ্ছেন সহজ সরল প্রাণের মানুষ আশায় বেঁচে থাকার রসদ পাচ্ছেন। অনুদান, ত্রাণ এসব ছেলেভুলানো কৌশল রাজনৈতিক নেতাদের বহু পুরোনো খেলা। দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে নানারকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমতলে ফিরে আসছেন। মানুষ জলের স্রোতে ভেসে গেলো, পশু জলের স্রোতে তলিয়ে গেলো, চাষ এর অপূরণীয় ক্ষতি হল, মায়ের চোখের সামনে শিশু কোল থেকে পড়ে জলের নিচে হারিয়ে গেল, তাতে কি? পাশে থাকার মিথ্যা বুলি তো দিয়ে গেছেন নেতার দল। তাতেই খুশি সহজ সরল পাহাড়ের মানুষ।

আবার ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে ফিরে স্থানীয় নেতার দেওয়া মাংস ভাত খেয়ে বেজায় খুশি হয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখবে। এভাবেই চলবে জীবনের জলছবি।

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-2 ● Issue-10 ● October 2025 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

ভালো নেই

অনুভূতি। বুঝতে শেখায়।

ঘোষিত হল নোবেল শান্তি পুরস্কার

আশিস সামন্ত : অবশেষে এ বছর, ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করা হল। নোবেল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার এই সম্মান লাভ করলেন ভেনেজুয়েলার মানুষের গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা মারিয়া করিনা মাচাদো। লাতিন আমেরিকার মানুষের আজীবন লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে যে অক্লান্ত সংগ্রাম মাচাদো করেছেন এই স্বীকৃতি তাকেই সম্মান জানাল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ। আবার আরেক দল বলছেন অন্যকথা। তাঁদের মতে শান্তির জন্য এই যে নোবেল পেতে চলেছেন বছরখানেক ধরে আত্মগোপন করে থাকা ভেনেজুয়েলার আয়রন লেডি কোরিনা মাচাদো, প্রশ্ন নাকি এখানেই। আসলে মূল প্রশ্ন একটাই, কে এই মাচাদো? মাচাদো সম্পর্কে দু-ধরনের ন্যারেটিভ বাজারে চালু আছে। একটা হল ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তিনি একজন আপোষহীন যোদ্ধা। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। এবং আরেকটা মতবাদ হল: মাচাদো হলেন আসলে ডিপস্টেটের একজন এজেন্ট। তাহলে আসল রূপ কোনটা? এই তর্কে আপাতত বিরতি টেনে একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই।

প্রত্যেক বারই নোবেল সম্মান ঘোষণার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে বিপুল জল্পনা চলে। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে ইজরায়েল সরকার এবং প্যালেস্তিনীয় সংগঠন হামাস, ওই প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। আর তাতেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারের দরজা খুলি খুলি করছিল বলে আশা করছিলেন বিশ্বের একাংশ মানুষ । বিশেষজ্ঞদের একাংশ অন্তত এমনটাই মনে করছেন। কারণ এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা হবার আগেই ট্রাম্পের প্রস্তাবে সায় জানিয়েছিল ইজরায়েল এবং হামাস। ফলে এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে তাঁর নামও ঢুকে গেছিল বলে মনে করছিলেন তাঁরা। শুধু কি তাই? হোয়াইট হাউসের তরফে চেষ্টাতেও কোনো খামতি রাখা হয়নি। ট্রাম্পকে সরাসরি দ্য পিস প্রেসিডেন্ট বলে উল্লেখ করেছে তারা। ট্রাম্পও বার বার নোবেল পুরস্কারের দাবিদার হিসেবে তুলে ধরেছেন নিজেকে। তাঁর দাবি, সাত-সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনি। চলতি বছরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখা দিলে, ট্রাম্পই প্রথম যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেন। তাঁর চাপেই ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় বলে তিনি দাবিও করেছেন বার বার, যদিও নানা কারণে ভারত তাঁর এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। তবে ট্রাম্প নিজেকে শান্তিকামী হিসেবে তুলে ধরতে চেষ্টায় কোনো ত্রুটিই রাখেননি। অগাস্ট মাসে হোয়াইট হাউসে আজেরবাইজান এবং আর্মেনিয়ার নেতাদের আপ্যায়ন করেন তিনি। বহু দশক ধরে চলে আসা সংঘাত কাটিয়ে, দুই দেশকে চুক্তিও স্বাক্ষর করান। ওই চুক্তির পর ট্রাম্প জানান, অনেক আগেই এই চুক্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এই চুক্তির ফলে আজেরবাইজান এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ রুট খুলে যাবে, সেই সঙ্গে ওই অঞ্চলে প্রভাবও বাড়বে আমেরিকার। আজেরবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ এবং আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনইয়ান ওই মুহূর্তকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করেন। ছবিও তোলেন ট্রাম্পের সঙ্গে করমর্দনের। এবং এই প্রেক্ষিতেই নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করে ইতিমধ্যেই চিঠি অব্দি দিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। পাকিস্তান সরকার, আজেরবাইজান সরকারও ছিল ট্রাম্পের নোবেল পাওয়ার পক্ষেই। কিন্তু তারপরেও ভাগ্যে শিকে না ছেঁড়ায় তাই অভিমানের সুর ধরা পড়েছে ট্রাম্পের গলাতেও। তাঁকে নোবেল পুরস্কার না দিলে 'আমেরিকাকে অপমান করা হবে' বলে সম্প্রতি মন্তব্যও করেছিলেন ট্রাম্প।

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, টেসলা কর্ণধার ইলন মাস্কের নামও এবার উঠে এসেছিল জল্পনায়। এবং সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে শেষমেশ এই সম্মানের প্রাপক হিসেবে মারিয়া করিনা মাচাদোর নাম ঘোষিত হতেই বিশ্বে তোলপাড় পড়ে যায়।

ডিভিসি-র জল ছাড়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে প্রচুর

ছবি সৌজন্যে : গুগল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি জলাধারের জল ছাড়া নিয়ে আবারও ডিভিসিকে সামনে রেখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ : রাজ্যকে না জানিয়ে এই জল ছাড়া হয়েছে, যার জন্য রাজ্য প্রতিবারের মতো আবারও বিপদে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও একাধিকবার এই বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন। এবং তা নিয়েব এতাবৎ কালে রাজনৈতিক মহলে জল ঘোলাও হয়েছে বিস্তর। শুধু তাই নয়, জল ঘোলা এবারেও কম হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে ডিভিসি, অর্থাৎ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন কি ইচ্ছে করলেই পরিস্থিতি যাচাই না করে, রাজ্যকে অবহিত না করে জলাধারের জল ছেড়ে দিতে পারে – যাতে এভাবে তথাকথিত ম্যান মেড বন্যায় প্রাণ যেতে পারে মানুষের?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের দেখতে হবে কেন জল ছাড়তে হয় ডিভিসিকে। কেবল তাই নয়, জানতে হবে ডিভিসি জল ছাড়লে কোন কোন এলাকা প্রভাবিত হতে পারে। সেই সঙ্গে ডিভিসি-র জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত কি নিতে পারেন কর্তৃপক্ষের তরফে একজন কেউ? অর্থাৎ প্রশ্ন আছে বিস্তর।

হিসেব বলছে ডিভিসির জলাধার আছে এক নয়, বরং একাধিক জায়গায়। যেমন তিলাইয়াতে দামোদরের উপনদী বরাকরের উপর, কোনারে দামোদরের আরেকটি উপনদী কোনারের উপর, আছে মাইথনে, বরাকর নদীর উপরে, এবং দামোদরের উপরে পাঞ্চেতে। হিসেব অনুযায়ী তিলাইয়া জলাধারের বয়স ৭২ বছর, কোনারের ৭০, মাইথনের ৬৮, পাঞ্চেতের ৬৬ বছর। এ বাদে আছে রাজ্যে দুর্গাপুর বাঁধ, যার বয়স ৭০ বছর। এবং আছে তেনুঘাটে, যে জলাধার অবশ্য ঝাড়খণ্ডে পড়ে, আমাদের রাজ্যে নয়। তার বয়সও কম নয়, প্রায় ৪৭ বছর।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচের জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ বিভিন্ন কারণে ১৯৪৮ সালে ভারতীয় গণ পরিষদের আইন মেনেই তৈরি করা হয়েছিল ডিভিসি। ইতিহাস বলে, ডিভিসি তৈরি হয়েছিল মার্কিন দেশের টেনেসি ভ্যালি অথরিটির আদলে। এর ফলে উপকৃত হয় পশ্চিমবঙ্গ ও অধুনা ঝাড়খণ্ডের মধ্যেকার ২৪,২৩৫ বর্গ কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে থাকা যেসব জেলা, তার মধ্যে আছে বর্ধমান, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুর সহ হাওড়ার কিয়দংশও। যখন নির্মাণ করা হয়েছিল তখন উপরোক্ত এইসব জলাধারের আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছিল ৭৫ বছর। অর্থাৎ হিসেব মতো উল্লেখিত জলাধারগুলির মেয়াদ তার সীমা ছুঁই ছুঁই করছে অনেক ক্ষেত্রেই।

এখন কথা হল, জলাধারগুলি জল ছাড়তে পারে, জলাধারে জলের চাপ যদি বিপদসীমা অতিক্রম করতে চলেছে বলে মনে করেন দামোদর ভ্যালি রিজার্ভার রেগুলেশন কমিটি। এই কমিটিতে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের একজন সদস্য ছাড়াও থাকেন ডিভিসির একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের একজন করে মনোনীত প্রতিনিধি প্রমুখ এবং ডিভিসি-র একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। অর্থাৎ ডিভিসি একা ইচ্ছে করলেই জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। রেগুলেশন কমিটি যখন দেখেন প্রতিটি জলাধার যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল ধারণ করতে পারে, জলের চাপ তার থেকে বেড়ে যেতে চলেছে তখন জল ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। নইলে চাপে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। রাজ্যের নদীগুলিতে বর্ষাকালে জলের প্রবাহ স্বভাবতই বেড়ে যাওয়ায় বিপদসীমা ছাড়াতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিলে অতিরিক্ত জল ছেড়ে জলাধার বাঁচানোর ব্যবস্থা করাটা তাই বাধ্যতামূলক।

হিসেব বলছে গত কয়েক দশকে জলাধারগুলিতে জল ধারণ ক্ষমতা কমেছে স্বাভাবিক কারণে। নাব্যতা কমার মূল কারণ অবশ্যই পলি। এবং সে পলি এই মুহূর্তে তোলার যে খরচ, বিশেষজ্ঞদের মতে, তাতে নতুন জলাধার তৈরি করা যায়। তাছাড়া জলাধার থেকে তোলা পলি ফেলার মতো জায়গাও পাওয়া কঠিন। এবং সর্বোপরি, এই পলি তোলার যে খরচ তা বহন করবে কে—কেন্দ্র না রাজ্য, তাই নিয়েও টানাপড়েন রয়েছে বিস্তর।

পতিতালয়ের শিশু-কন্যা জ্যান্ত উমা রূপে পূজিত হল দুর্গা অষ্টমীতে

স্টাফ রিপোর্টার: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। বছরের চারটে দিন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ভারতের নানা জেলায় মা দুর্গার আরাধনা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে ১৯০১ সাল এর ১৮ অক্টোবর থেকে শুরু হয় কুমারী পুজো। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম শুরু করেন। পরম আরাধ্যা মা সারদা দেবী পুজোয় উপস্থিত থেকে কুমারী বালিকাকে "এয়রানী" রূপে পুজো করেছিলেন।

অষ্টমী তিথিতে এই কুমারী পুজোর প্রচলন আজও বাংলায় অব্যহত। রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়াও খড়দার চৌধুরী পাড়ার কালি মন্দিরের সামনে যে দুর্গাপুজো হয় গত চোদ্দ বছর কুমারী পুজোর প্রথা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে তাঁরা মেনে আসছেন।

বর্তমান বছরে তাঁদের সংগঠনের

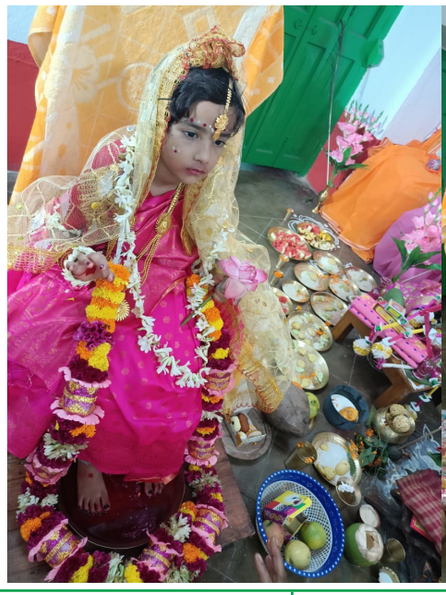

ব্যতিক্রমী রূপ ধরা পড়েছে এবছর। অষ্টমী তিথিতে দুর্গা মা এর আরাধনায় এবছর কুমারী রূপে পূজিত হলেন পতিতালয়ের পতিতা মায়ের সন্তান এক কন্যা শিশু। খড়দার এই সংগঠন প্রমাণ করলেন পতিতালয়ের মাটি ছাড়া যেমন মা দুর্গার মূর্তি তৈরি হয়না ঠিক তেমন শিশু-কন্যা সাধারণ পরিবার হোক বা পতিতালয়ের কোনো পতিতার কন্যা সন্তান এর মধ্যে প্রভেদ নেই।

খড়দার পুজো সংগঠনের উদ্যোগতাদের অভিনব চেতনা ও উন্নত মনন বিশেষ এক নজির সৃষ্টি করলেন। সাধুবাদ জানানো এবং আগামী দিনে আরো উত্তর আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটবে এই অপেক্ষায় থাকলো বাংলার মানুষ।

("তথ্য সংগ্রহে উমার স্বপ্নের" কর্নধার নমিতা ভট্টাচার্য্য)।

ওদেরও মা

ছবিঃ - সোশ্যাল মিডিয়া

হৈমন্তী রায় : এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লী হল কলকাতার সোনাগাছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় "দুর্বার" মহিলা কর্মীদের সেন্টার আছে। কলকাতায় প্রথম দুর্গাপুজো শুরু হয় ২০১৪ সাল থেকে। যৌন কর্মের অধিকারের দাবির মতো বেশ ঝকমারি পোহাতে হয় দুর্গাপুজো শুরু করার ক্ষেত্রে। বর্তমানে যথেষ্ট সাড়ম্বরে দুর্গাপুজোর নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে দেবীর আরাধনা করেন "দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি"। যৌনপল্লীর সকল মহিলা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পুজো করেন মা দুর্গা সহ তাঁর চার সন্তানের।

আমরা সকলেই জানি পতিতালয়ের মাটি ছাড়া মা দুর্গার মূর্তি তৈরী হয়না। পৌরাণিক কিংবদন্তী বা গল্প অনুসারে কোন এক ছদ্মবেশি হিন্দু দেবতাকে যেকোনো কারণে সাহায্য করেন। সেই দেবতা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন যে তাঁদের গৃহের মাটি ছাড়া দেবী প্রতিমা তৈরী হবেনা। সেই থেকে এই প্রথা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। বিশেষজ্ঞদের মতে এর প্রতীকী তাৎপর্য হল, পতিতালয়ের মাটি ব্যবহার এর মাধ্যমে সমাজের ব্রাত্য নারীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। দেবী দুর্গা সকলের মা এবং সকল মর্তবাসী দেবীর সন্তান সেটাই প্রমান করে।

চলতি বছরে কলকাতার সোনাগাছিতে " দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির" মাতৃমূর্তি উন্মোচন হয় সাড়ম্বরে। বিশিষ্ঠ বিধায়ক মদন মিত্র সহ চলচিত্র জগতের বিশেষ কয়েকজনের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মূর্তি উন্মোচিত হয়। দুর্বারের সচিব বিশাখা লস্কর তাঁর বক্তব্যে বলেন– "আমাদের লড়াই চলছে চলবে। মা এর পুজোয় সকলে অংশ নেবেন আমরা চাই। মালদহ তে এই বছর থেকে দুর্বারের আরো একটি ব্রাঞ্চের মা দুর্গার পুজো হচ্ছে। জেলায় জেলায় যৌনকর্মীরা দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন। ভোগ বিতরণ থেকে সমস্ত পুজোপাট নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়।"

মাতৃ প্রতিমা বিসর্জন এর আগে সিঁদুর খেলা সোনাগাছির যৌনকর্মীদের জীবনের অন্যতম আনন্দঘন মুহূর্ত। মা আসেন তাঁদের অঞ্জলি নিতে প্রতি বছর। থিম পুজোর থেকেও যৌনকর্মীদের দেবী দুর্গা বন্দনা এক আলাদা অনুভূতি প্রদান করে সকলের মনের মনিকোঠায়।

আলোর উৎসব দীপাবলি

ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী : দুর্গাপুজোর কয়েকদিন পর শ্যামা পুজো নিয়ে মেতে ওঠেন বাংলা এবং সমগ্র ভারত। মাতৃ আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে চলে ধনতেরাস,দিওয়ালি ইত্যাদি। অবাঙালি যাঁরা তারা মেতে ওঠেন আলোর উৎসবে।

দীপাবলি উৎসবের সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। রামচন্দ্রের ১৪ বছর বনবাস জীবন শেষ করে অযোধ্যা ফিরে আসার পর এই উৎসব পালন হয়েছিল। কথিত আছে অযোধ্যার মানুষ

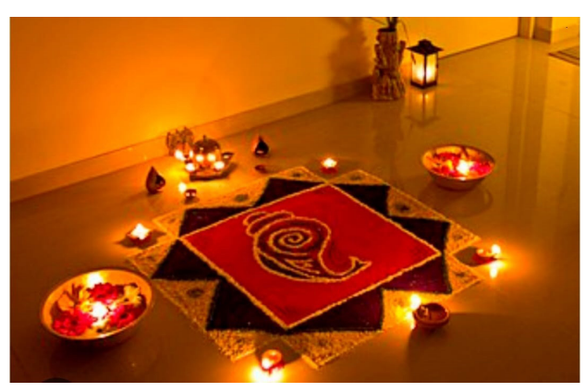

রামচন্দ্র, সীতা দেবী এবং লক্ষনকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রতিটি বাড়ি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে বাড়ি সাজিয়ে আলোয় মুড়ে দিয়েছিল অযোধ্যা নগরী।

এছাড়া দক্ষিণ ভারতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নরকাসুর বধ কে কেন্দ্র করে প্রতীকী বিজয় উৎসব তাঁরা পালন করে। দীপাবলি দেবী লক্ষীর কৃপা লাভের পুজো হিসেবেও পালিত হয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। দীপাবলিতে নানা ধরণের প্রদীপ ব্যবহার করা হয় আলোক সজ্জার জন্য।

১-মাটির প্রদীপ; ২-এল.ই.ডি. প্রদীপ; ৩-কাঁচের লণ্ঠন প্রদীপ;

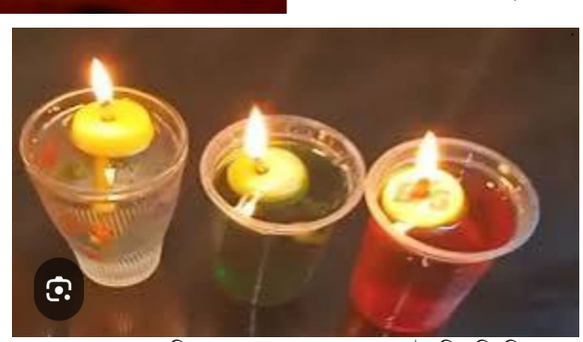

৪-কাগজের সেড দিয়ে বানানো বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলাতে নানা রকমারি প্রদীপ চোখে পড়বে। তবে মাটির প্রদীপ সর্ষের তেল দিয়ে জ্বালানো প্রথা বহু প্রাচীন। বর্তমানে মম-এর তৈরী নানারকম মোমবাতি জ্বালিয়ে বাড়ি সাজানোর চল হয়েছে। মোমবাতি দিয়ে দীপাবলি পালন একটু পকেট ফ্রেন্ডলিও বটে।

সব মলিয়ে আশ্বিন-কার্তিক পুজোর মাস বা উৎসব এর মাস বললে খুব একটা ভুল হবে না। সারা বছর বাংলা তথা ভারতের মানুষ অপেক্ষায় থাকে কবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ প্রাণের উৎসবে মেতে উঠবে তারা। সারা বছরের ইঁদুর দৌড় থেকে কয়েকটা দিন বিরতি পেতে কে না চায় ।

সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-2 ● Issue-10 ● October 2025 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

একজনা তেড়ে ফুঁড়ে গোলাটারে দেয় ছুঁড়ে, তিনটি কাঠের ঠেকো হয়ে যায় দুফালা

হৈমন্তী ঠাকুর : বর্তমান বছরে যতই মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি হোক সময় মত শীত আসবেই। আর শীত মানেই ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা। আশির দশকের আগে সবার বাড়িতে টেলিভিশন ছিলো না। প্রতিবেশির বাড়িতে সাদা-কালো বোকাবাক্সের সামনে মধ্যে মাঝে ছুটির দিনে বেশ জোনাকয়েক ভিড় জমাতেন ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য। দুপুরের ভাতঘুম বাদ দিয়ে ছুটির দিন খেলায়, আড্ডায়, তর্কে কেটে যেত গোটা দুপুর। ভারতের জয় হলে তো কথা নেই। পাড়ার মোড়ে সিঙ্গারা, চপ এর দোকানে ভিড়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মাধ্যম ছিল খেলা।

বর্তমান সভ্য সমাজ এতোই আধুনিক যে সম্পর্ক ছোট্ট স্ক্রিন আর আঙুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর শীত এর অপেক্ষা নয়। সারা বছর ক্রিকেটের রমরমা দেশে, বিদেশে।

যাইহোক, চোখ রাখবো ক্রিকেটের ইতিহাসে। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশীকদের হাত ধরে ক্রিকেটের প্রবর্তন। ১৭০০ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশরা ক্রিকেট খেলা ভারতে শুরু করে। ১৭৩৭ সালে

মাঠে ভারতের টিম। ছবি : সংগৃহীত

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ভারতে ক্রিকেট স্পষ্ট হয়। ১৭৪৪ সালে প্রথম "ক্রিকেটের আইন" পাওয়া যায়, এবং উনবিংশ শতাব্দী ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ। কাউন্টি ক্লাবের আবির্ভাব হয় এবং আমরা প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ দেখতে পাই। ১৮৪৪-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং কানাডা প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের মুখোমুখি হয়। তারপর দ্রুত ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ক্যারিবিয়ানের মত জায়গাগুলি ক্রিকেটের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ১৭৮৭ সালে মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব (এম সি সি) ক্রিকেট আইনের রক্ষক হয় সেইসঙ্গে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড খেলার অবাসস্থল হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি টেস্ট ক্রিকেটের আত্মপ্রকাশ এর মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার সূচনা হয়।

বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীতে ক্রিকেট জনপ্রিয় হতে শুরু করে। ওয়ান ডে এবং টি-টুয়েন্টির সীমিত ওভারে খেলার নতুন গতি আসে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আই সি সি) বিশ্বের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ ক্রিকেটকে জাতীয় আবেগে পরিণত করে। বর্তমানে ক্রিকেট শুধুমাত্র দুই দেশের প্রতিযোগিতা নয়। সারা পৃথিবীর আবেগ।

ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক টেস্টে রোহিত শর্মা, ওডিআই শুভমান গিল, টি-টুয়েনটিতে সূর্যকুমার যাদব এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হলেন জাসপ্রীতি বুমরাহ, লোকেশ রাহুল, মহাম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব, অক্ষয় প্যাটেল। মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীতি কৌর।

১৯৭৫ সালে মুক্তি পাওয়া ব্যাংলা চলচ্চিত্র "হংসরাজ" ছায়াছবিতে আরতি মুখোপাধ্যায় এর গাওয়া আর পুলক বন্দোপাধ্যায়ের লেখা সুধীন দাশগুপ্তর সুরে অনবদ্য ক্রিকেট খেলা নিয়ে গানটি অসম্ভব নস্টালজিক বাংলার মনে। ক্রিকেট যুগের পর যুগ থাকবে। নিত্য নতুন আধুনিক প্রযুক্তি এবং খেলা সংক্রান্ত বিষয়ের পরিবর্তন হবে। আমরা আশাবাদী বাঙালি মোবাইল সরিয়ে বাড়ির মানুষের সঙ্গে শীতের দুপুরে ক্রিকেট দেখব। চোখ এবং কান বাঁচুক নতুন প্রজন্মের খেলাকে সঙ্গী করে।

পঞ্চইন্দ্রিয় নষ্ট হতে বসেছে মোবাইল আসক্ত শিশুদের। খেলা দেখা এবং খেলার ইতিহাস জানার আগ্রহ ক্রমশ বাড়তে থাকুক। পাঠকগণ আশাকরি সেটাই চাইবেন।

সিনিয়র জাতীয় মহিলা ফুটবলের ফাইনালে বাংলার মেয়েরা। তাদের কাছে ফের খেতাব জয়ের হাতছানি

কলকাতাঃ ১৪ বছর পর ফের সিনিয়র জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা – রাজমাতা জিজাবাই ট্রফির ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। দোলা মুখার্জীর প্রশিক্ষণাধীন বাংলার মেয়েরা আজ সকালে ছত্তিশগড় নারায়নপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মাঠে সেমিফাইনালে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ২ - ১ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে।

বাংলার পক্ষে ১১ মিনিটে প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সুলঞ্জনা রাউল। প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে সংযোজিত সময়ে বাংলার পক্ষে ব্যবধান বাড়িয়েছে রিম্পা হালদার। যদিও এদিন বাংলার অধিনায়িকা সঙ্গীতা বাঁসফোর'কে দ্বিতীয়ার্ধের ৬৩ মিনিটে লাল কার্ড দেখানোর হয়। এরপর তাঁকে বাধ্য হয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে। সুতরাং বাদ বাকি সময় অর্থাৎ ২৭ মিনিটে ১০ জন খেলেও বাংলা জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী বুধবার বাংলা মহিলা ফুটবল দল ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হবে। প্রসঙ্গতঃ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মণিপুর-তামিলনাড়ু খেলার বিজয়ীরা।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com